দ্বীনি শিক্ষার্থীদের জন্য খরচ করুন

04-March-2021

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ الله وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ الله
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الله وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَانُوْرَ الله
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। **ফতোওয়ায়ে শামীতে** বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আমীরুল মুমিনিন হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন:

خَلَقَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً ثَمَرُهَا اَكْبَرُ مِنَ التُّفَّاحِ،وَاَصْغَرُ مِنَ الرُّمَّانِ، اَلْيَنُ مِنَ الزُّبْدِ،وَاَحْلٰى مِنَ الْعَسَلِ،وَاَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ،وَاَغْصَانُهَا مِنَ اللُّؤْلُؤِ الرَّطْبِ،وَجُذُوْعُهَا مِنَ الذَّهَبِ،وَوَرَقُهَا مِنَ الزَّبَرْجَدِ لَا يَاْكُلُ مِنْهَا اِلَّا مَنْ اَكْثَرَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلٰى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

আল্লাহ পাক জান্নাতে একটি বৃক্ষ সৃষ্টি করেছেন, যার ফল আপেলের চেয়ে বড়, আনারের চেয়ে ছোট, মাখনের চেয়ে নরম, মধুর

চেয়েও মিষ্টি এবং মেশকের চেয়েও বেশি সুগন্ধিযুক্ত, সেই গাছের শাখা মুক্তোর, কান্ড স্বর্ণের এবং পাতা সবুজ পান্নার, সেই বৃক্ষের ফল শুধু তারাই খেতে পারবে, যারা **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করবে। **(আল হাভী লিল ফতোওয়া, ২/৪৮)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভালো নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। **(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং ৫৯৪২)**

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট: নেক ও জায়িয কাজে যত ভালো নিয়্যত হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

☆ দৃষ্টিকে নত রেখে মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ☆ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ☆ تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ☆ ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং এক একজনকে ব্যক্তিগতভাবে বুঝাবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকের বয়ানের বিষয় হলো **"দ্বীনি শিক্ষার্থীদের জন্য খরচ করুন"**। যাতে আমরা সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان

এবং অন্যান্য বুযুর্গদের এমন ঘটনাবলী শুনবো যে, তাঁরা দ্বীন ইসলামের উন্নতির জন্য নিজের সময় দেয়ার পাশাপাশি নিজেদের সম্পদও খরচ করেছেন। বর্তমানে আমরা দ্বীনি শিক্ষার্থীদের কিভাবে খেদমত করতে পারি? এছাড়াও আরো গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টসমূহও শুনবো। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে সম্পূর্ণ বয়ান ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে শুনার তৌফিক নসীব করুক। আমিন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইল্‌মে দ্বীনের অন্বেষণকারীদের জন্য সম্পদ খরচ করেছেন

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একবার সফর থেকে ফেরার সময় খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতেমা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর ঘরে তাশরীফ নিয়ে গেলেন কিন্তু ঘরের দরজায় একটি পর্দা ও নিজের কলিজার টুকরোর (কন্যার) হাতে রূপার দু'টি চুড়ি দেখে ফিরে চলে এলেন। হযরত আবু রাফে رَضِیَ اللهُ عَنْهُ খাতুনে জান্নাত رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর খেদমতে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهَا কান্না করছিলেন, তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهَا **মুস্তফা জানে রহমত, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ফিরে যাওয়ার সংবাদ দিলেন তখন হযরত আবু রাফে رَضِیَ اللهُ عَنْهُ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ফিরে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: দরজায় দেয়া পর্দা ও রূপার চুড়ির কারণে আমি ফিরে এসেছি।

(আবু দাউদ, কিতাবুত তারজিল,৪/১১৮, হাদীস ৪২১৩)

হযরত আবু রাফে رَضِیَ اللهُ عَنْهُ খাতুনে জান্নাত رَضِیَ اللهُ عَنْهَا কে এই বিষয়টি জানিয়ে দিলেন তখন হযরত ফাতেমা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا পর্দা ছিড়ে ফেললেন আর চুড়ি হযরত বিলাল رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর হাতে **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে পাঠিয়ে দিলেন এবং আরয করলেন:

আমি এই চুড়ি সদকা করছি, আপনি এগুলো যেখানে উপযুক্ত মনে করেন খরচ করে নিন। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত বিলাল رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে ইরশাদ করলেন: এগুলো বিক্রি করে আহলে সুফফাদের জন্য খরচ করো। অতএব তিনি সেই দু'টি কাঁকন আড়াই দিরহাম দিয়ে বিক্রি করে আসহাবে সুফফাদের সদকা করে দিলেন। এরপর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের কলিজার টুকরোর ঘরে তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং ইরশাদ করলেন: তোমার প্রতি আমার পিতা মাতা উৎসর্গিত ("আমি উৎসর্গিত, আমার পিতামাতা উৎসর্গিত" এরূপ বাক্যগুলো অফুরন্ত ভালবাসা প্রকাশের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে), তুমি খুবই ভাল কাজ করেছো।

(নাসায়ী, কিতাবুয যিনাত, ৮২০ পৃষ্ঠা, হাদীস ৫১৫০)

মুফাসসীরে কোরআন হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সফরে তাশরিফ নিয়ে যাওয়ার সময় প্রথমে পরিবারের সকলের কাছ থেকে বিদায় নিতেন, সর্বশেষে হযরত ফাতেমা যাহরা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর ঘর থেকে বিদায় নিতেন আর যখন সফর থেকে ফিরে আসতেন তখন সর্বপ্রথম হযরত ফাতেমা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর ঘরে তাশরিফ নিয়ে যেতেন অতঃপর অন্যান্য আহলে বাইতদের নিকট। মোটকথা যাওয়াও এই ঘর থেকে হতো আর আসারও এই ঘরে, এই ঘরের সম্মানের প্রতি লাখো সালাম। দরজায় ঝুলানো পর্দা ও চুড়ির ব্যাপারে বলেন: দরজার এই পর্দা সম্ভবত ছবিযুক্ত ছিলো এবং রূপার চুড়ি ছেলেদের (অর্থাৎ ইমাম হাসান ও হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا) জন্য ছিলো, পুরুষদের জন্য চুড়ি এবং ছবিযুক্ত পর্দা উভয়টিই হারাম। হযরত ফাতেমা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এই হারাম সম্পর্কে তখনও তিনি জানতেন না। তাই তিনি এই কাজ করেছিলেন, অন্যথায় আহলে বাইতের সদস্য জেনে শুনে নাজায়িয কাজ করতে পারে না। তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهَا **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

এর শুধু অসন্তুষ্টি দেখেই এই দু'টি জিনিষ শেষ করে দিয়েছেন এবং চুড়ি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে সদকা করার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন যাতে এই আমল দেখে **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঘরে তাশরীফ নিয়ে আসেন। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم চাইতেন যে, হযরত ফাতেমা যাহরা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا ও যেনো এই চুড়িগুলো পরিধান না করে যে, যদিও তাঁর জন্য তা পরিধান করা জায়িয কিন্তু আমি চাই যে, আমার আহলে বাইত জায়িয পণ্য দিয়েও যেনো সাজসজ্জা না করে যাতে তাদের অন্তর দুনিয়ায় লেগে না যায় এবং আখিরাতে তাদের মর্যাদা আরো বৃদ্ধি পায়, তারা যেনো দুনিয়ায় দারিদ্রতা এবং রিয়াযতের জীবন অতিবাহিত করে।

(মিরাতুল মানাজিহ, ৬/১৭৭)

পিতামাতার জন্য উপদেশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই হাদীসে মুবারকায় পিতামাতার জন্য উপদেশ রয়েছে যে, তারা যেনো তাদের সন্তানদের বিশেষ করে মেয়েদের দ্বীনি প্রশিক্ষণ দেয়। যাতে তারা বিবাহের পূর্বে এবং বিবাহের পরও নেককার মহিলা হয়ে নিজের সন্তানদের দ্বীনি প্রশিক্ষণ দিতে পারে, কেননা মহিলাদের মাধ্যমেই একটি ভাল পরিবার ও বংশ গঠন হয়ে থাকে। অতঃপর তাদের নিজের সন্তানদের উত্তম প্রশিক্ষণ দেয়ার কারণে একটি উত্তম ও নেক সমাজের সৃষ্টি হয়। এটাও জানা গেলো! যেমন পিতামাতার সৌভাগ্য হলো যে, তারা মেয়েকে উত্তম প্রশিক্ষণ দেয়া, তেমনি মেয়ের সৌভাগ্য হলো যে, তারা পিতামাতার জায়িয ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেয়া, তাদের সেবা করা, তাদের স্বভাব সূলভ হওয়া, বার্ধক্যে বিশেষকরে তাদের ভালভাবে সেবা করা এবং নিজের খুশিকে পিতামাতার জায়িয খুশির উপর প্রাধান্য দেয়া। মোটকথা তাদের খেদমতে কোন অংশ বাদ না দেয়া,

যেমনটি খাতুনে জান্নাত رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا সৌভাগ্যবান মেয়ে ছিলেন। তাঁর সৌভাগ্যের কারণেই তো আমাদের উপর দয়া হলো যে, **হুযুরে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم খাতুনে জান্নাতকে একটি তাসবীহ দান করেছেন, যা **"তাসবীহে ফাতেমা"** নামে পরিচিত।

তাসবীহে ফাতেমা

আমীরুল মুমিনিন হযরত মাওলা মুশকিল কোশা আলীউল মুরতাযা كَرَّمَ اللّٰہُ وَجۡہَہُ الۡکَرِیۡم বলেন: **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খেদমতে কতিপয় বন্দী আনা হলো, তখন আমি হযরত ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কে বললাম: আপনি আপনার আব্বাজান, **হুযুর রহমতে দোজাহান** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে কোন গোলাম চেয়ে নিন যেন, সে কাজ কর্মে আপনাকে সাহায্য করতে পারে। অতএব হযরত ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا রাতে **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত হলেন, তখন **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: কন্যা, কি ব্যাপার? তিনি শুধু এতটুকুই আরয করলেন: সালাম করার জন্য উপস্থিত হয়েছি। লজ্জার কারণে আর কিছু বলতে পারেননি। যখন ঘরে ফিরে এলেন তখন হযরত আলীউল মুরতাযা كَرَّمَ اللّٰہُ وَجۡہَہُ الۡکَرِیۡم জিজ্ঞাসা করলেন: কি হলো? বললেন: আমি লজ্জার কারণে **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে কিছু বলতে পারিনি। পরদিন রাতে আবারো হযরত আলীউল মুরতাযা كَرَّمَ اللّٰہُ وَجۡہَہُ الۡکَرِیۡم খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কে **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খেদমতে ঘরের কাজকর্মে সহযোগিতার জন্য একজন গোলাম চাওয়ার জন্য পাঠালেন কিন্তু তিনি এবারও লজ্জায় চাইতে পারেননি। (হযরত আলীউল মুরতাযা كَرَّمَ اللّٰہُ وَجۡہَہُ الۡکَرِیۡم আরো বলেন:) যখন তৃতীয়দিন রাত এলো আমরা উভয়ে **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খেদমত উপস্থিত

হলাম, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন তখন হযরত আলীউল মুরতাযা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم বলেন: আমি আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাদের কাজকর্মে অনেক কষ্ট হয়, তাই আমরা চাচ্ছি, আপনার নিকট কোন গোলাম চেয়ে নিই। **নবী করীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আমি কি তোমাদের এমন কাজ সম্পর্কে বলবো না, যা তোমাদের জন্য লাল উটের চেয়েও উত্তম? হযরত আলীউল মুরতাযা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم আরয করলেন: জি হ্যাঁ! **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। তখন **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সকাল ও সন্ধ্যায় ৩৩বার سُبْحٰنَ الله, ৩৩বার اَلْحَمْدُ لِلّٰه এবং ৩৪বার اَللهُ اَكْبَر পাঠ করো, সকাল সন্ধ্যা হাজারো নেকী অর্জিত হবে। হযরত আলীউল মুরতাযা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم বলেন: এরপর এটি পাঠ করাকে আমার অভ্যাসে পরিণত করে নিলাম, অতঃপর কখনোই ছাড়িনি, তবে সিফফীনের যুদ্ধের রাতে এটি আমি পাঠ করতে ভূলে গিয়েছিলাম কিন্তু পরবর্তিতে আমার তা স্মরণে এসে গেলো তখন আমি তা পাঠ করে নিলাম।

(সুনানে কুবরা লিন নাসায়ী, কিতাবু আমলিল ইয়াওমে ওয়াল লাইলাতি, ৬/২০৪, হাদীস ১০৬৫২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা শুনলাম, **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খাতুনে জান্নাত رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর পক্ষ থেকে প্রদত্ত চুড়ি আসহাবে সুফফাগণের জন্য খরচ করে দিলেন, **আল্লাহ পাকের প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** এই মুবারক আমল দ্বারা আমাদেরকে এই দরস দিয়েছেন যে, দ্বীনি শিক্ষার্থীদের জন্য নিজের সম্পদ খরচ করা উচিৎ। **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم চাইলে এই সম্পদ অন্য কোন নেক কাজে খরচ করার আদেশও দিতে পারতেন, কিন্তু **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আসহাবে সুফফা, যাঁরা দ্বীনি ইলম অর্জনের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন,

তাঁদের জন্য খরচ করার আদেশ দিলেন। এর দ্বারা জানা গেলো! আমাদেরকে নিজের সম্পদ ঐসকল কাজে খরচ করা উচিৎ, যাদ্বারা দ্বীনের বেশি উপকার হয়। নিজের সম্পদ দ্বীনি কাজে খরচ করার পাশাপাশি যতবেশি সম্ভব আমাদেরকে নিজের সময়ও দেয়া উচিৎ, ফয়যানে মুস্তফা দ্বারা সমৃদ্ধ হওয়া সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এবং অন্যান্য বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الۡمُبِيۡن এমন অসংখ্য ঘটনাবলী রয়েছে যে, যাদের সম্পদ দ্বীনি কাজে ওয়াকফ হওয়ার পাশাপাশি তাঁদের সময়ও দ্বীনের উন্নতির জন্য অতিবাহিত হতো। **আল্লাহ পাক** সেই মহান মনিষীদের দ্বীন ইসলামের জন্য দেয়া কুরবানির সদকায় আমাদেরও এমন প্রেরণা নসীব করুক যেন, আমরাও আমাদের সম্পদ **আল্লাহ**র পথে খরচ করার পাশাপাশি নিজের সময়ও ইলমে দ্বীন শিখা ও শিখানোর জন্য দিতে সফল হয়ে যাই।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে সাহাবাগণের কুরবানি

হে আশিকানে রাসূল! এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগ খুবই কঠিন সময় ছিলো। সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان দ্বীন শিখা এবং এর উপর আমল করাতে এমন এমন কষ্ট ও বিপদের সম্মুখীন হতে হয়, যা কল্পনা করলেও শরীর কেঁপে উঠে। ক্ষুধা, পিপাসা, অসহায়ত্ব, সফর, আপনদের অবিশ্বস্ততা, অন্যদের শত্রুতা, পরিবার থেকে দূরত্ব, দিনের পর দিন ক্ষুধা পিপাসায় অতিবাহিত হয়ে যেতো, মোটকথা! অনেক কষ্ট ছিলো, সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان সকল কষ্টকে দৃঢ়চিত্তে জয়ও করেছেন এবং **মদীনার তাজেদার, সমস্ত জগতের মালিক ও মুখতার** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গোলামী ছাড়েননি। দ্বীন শিখা, দ্বীনের খেদমত করা এবং দ্বীনের প্রচার করা ছাড়েননি।

আসহাবে সুফফা কারা?

ঐসকল সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ اَجۡمَعِین যাঁরা **রাসূলে পাক** এর খেদমতে শুধুমাত্র দ্বীন শিখার জন্য উপস্থিত থাকতেন। তাঁদেরকে আসহাবে সুফফা বলা হয়। মসজিদের নববী শরীফে একটি চত্বর ছিলো, যেখানে (বিভিন্ন সময়ে) প্রায় ৪০০ থেকে ৫০০ গরীব মুহাজিরগণ বসে থাকতেন, একেই আসহাবে সুফফা বলা হয়। তাঁদের নিকট ঘর ছিলো না, দুনিয়াবী কোন মালামাল ছিলো না, কোন কর্মও ছিলো না, দারিদ্রতার অবস্থা এমন ছিলো যে, তাঁদের মধ্যে সত্তরজনের নিকট সতর ঢাকার জন্য পুরো কাপড়ও ছিলো না। তাঁদের সংখ্যা কম-বেশি হতে থাকতো। মদীনা মুনাওয়ারায় আগতদের মধ্যে যাদের শহরে কারো সাথে পরিচিতি না থাকলে তবে তারাও আহলে সুফফাদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যেতেন। (তাফসীরে নাঈমী, ৩/১৩২)

আসহাবে সুফফাগণের উপবাস

এটি সাহাবায়ে কিরামের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان ঐ সম্মানিত দল, যারা নিজেদের ঘরবাড়ি, পরিবার পরিজন এবং রোজগারের চিন্তা ছেড়ে শুধুমাত্র দ্বীন শিখার জন্য মসজিদে নববীতেই অবস্থা করতেন। তাঁরা ক্ষুধাও সহ্য করতেন, পিপাসাও সইতেন, এরূপ কষ্টেরও সম্মুখীন হতেন এবং অনাহারেও লিপ্ত হতেন কিন্তু দ্বীন শিখা তাঁরা ছাড়েননি। অসংখ্য বর্ণনায় এসেছে: এই মহান মনিষীরা দিনের পর দিন উপবাস থাকতেন। (পানাহার করা ব্যতীত অতিবাহিত করে দিতেন।)

আসুন! আসহাবে সুফফার কুরবানী এবং তাঁদের উপবাস সম্পর্কে কিছু শুনি:

(১) হযরত ফাদালা বিন উবাইদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যখন লোকদেরকে নামায পড়াতেন তখন কিছু সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان নামাযের মধ্যেই কিয়াম থেকে ক্ষুধার কারণে পড়ে যেতেন আর তাঁরা হলেন আসহাবে সুফফা, এমনকি কেউ কেউই বলতো; এরা হলো দিওয়ানা। **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নামায থেকে অবসর হলে তখন তাঁদের প্রতি মনোযোগী হয়ে ইরশাদ করতেন: (হে আসহাবে সুফফা!) যদি তোমরা জানতে যে, তোমাদের জন্য **আল্লাহ পাকের** নিকট কি (প্রতিদান ও সাওয়াব) রয়েছে, তবে তোমরা এই বিষয়টি পছন্দ করবে যে, তোমাদের উপবাস ও প্রয়োজনীয়তা আরো বৃদ্ধি পাক।

(তিরমিযী, ৪/১৬২, হাদীস ২৩৭৫)

(২) হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যিনি আসহাবে সুফফার অন্তর্ভূক্ত ছিলেন, তিনি বলেন: আমি (ক্ষুধার কারণে) নিজের এই অবস্থাও দেখেছি: **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নূরানী মিম্বর ও উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর পবিত্র হুজরার মাঝখানে বেহুঁশ হয়ে পড়তাম। কোন লোক আসতো আর আমার ঘাড়ে পা রেখে দিতো, সে মনে করতো, আমার মাঝে পাগলামীর ভাব এসে গেছে, অথচ আমি পাগলামীর কারণে নয়, এই অবস্থা ক্ষুধার কারণে হতো।

(বুখারী, ৪/৫১৫, হাদীস ৭৩২৪)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ক্ষুধার আলোচনা

হযরত আমের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি আসহাবে সুফফার সদস্য ছিলাম, একদিন আমি রোযা রাখলাম, সন্ধ্যার দিকে পেটে কষ্ট অনুভব হলো তখন আমি

প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিতে চলে গেলাম। যখন ফিরে এলাম তখন সুফফাবাসীরা তাঁদের খাবার খেয়ে নিয়েছিলো। কোরাইশের ধনী লোকেরা সুফফাবাসীদের জন্য খাবার পাঠাতো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: আজ খাবার কার বাড়ি থেকে এসেছে? একজন বললো: আমীরুল মুমিনিন হযরত ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর পক্ষ থেকে। আমি আমীরুল মুমিনিন হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর নিকট গেলাম,তখন তিনি নামাযের পর তাসবীহ পাঠ করাতে ব্যস্ত ছিলেন। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। যখন অবসর হলেন তখন আমি নিকটে গিয়ে আরয করলাম: আমাকে কিছু পড়িয়ে দিন আর উদ্দেশ্য এটা ছিলো যে, আমাকে কিছু খাবার খাইয়ে দিন। আমীরুল মুমিনিন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আমাকে সূরা আলে ইমরানের আয়াত পড়াতে লাগলেন, যখন তিনি ঘরে পৌঁছলেন তখন আমাকে দরজায় রেখে তিনি নিজে ঘরে চলে গেলেন, অনেক্ষণ হয়ে গেলো কিন্তু ফিরে এলেন না। আমি ভাবলাম হয়তো পোশাক পরিবর্তন করছেন। অতঃপর আমার জন্য পরিবারকে খাবারের আদেশ দিয়েছেন কিন্তু আমি সেখানে তেমন কিছুই পেলাম না। যখন অনেকক্ষণ দেরী হলো তখন আমি সেখান থেকে উঠে চলে এলাম। পথে **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে সাক্ষাত হলো তখন **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হে আবু হুরায়রা! আজ তোমার মুখের গন্ধ খুবই কড়া। আমি আরয করলাম। জি হাঁ! **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আজ আমি রোযা রেখেছি আর এখনো ইফতার করিনি আর আমার কাছে এমন কিছু নেই যাদ্বারা রোযার ইফতার করবো। **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে **তাঁর** ঘরে নিয়ে গেলেন এবং একটি পাত্র আনালেন, যাতে খাবারের কিছু বস্তু অবশিষ্ট ছিলো। আমার এমন মনে হলো যে, এতে কেউ যব খেয়েছে। পাত্রের কিনারায়

কিছু খাবার অবশিষ্ট ছিলো, যা পরিমাণে খুবই কম ছিলো। আমি بِسْمِ الله পাঠ করলাম, এগুলো জড়ো করলাম এবং খেয়ে নিলাম, এমনকি আমি পরিতৃপ্ত হয়ে গেলাম। (আল্লাহ ওয়ালো কি বাঁতে, ১/৬৪২)

আসহাবে সুফফার প্রতি রাসূলে পাক ﷺ এর ভালবাসা

হে আশিকানে সাহাবা! আমাদের ভাবা উচিৎ, আসহাবে সুফফারা তো এত কষ্ট করে ইলমে দ্বীন অর্জন করতো, আমরা কি এত সহজতার পরও কমপক্ষে প্রয়োজনীয় ফরয উলুম অর্জন করছি? আসহাবে সুফফারা কত কষ্ট সহ্য করতেন, প্রকাশ্যভাবে অনেক দরিদ্র ছিলেন, তাঁরা ঠিক মতো খাবার পেতেন না, পান করার পানি পেতেন না কিন্তু তাঁদের এই সৌভাগ্য অবশ্যই অর্জিত ছিলো যে, এই আসহাবে সুফফারা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খুবই নৈকট্যশীল ছিলেন, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁদেরকে খুবই ভালবাসতেন। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট যখন কোন উপহার, সদকা বা গণিমতের মাল আসতো তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তা থেকে আসহাবে সুফফাদের জন্য খরচ করতেন। হাদীসে মুবারাকায় এসেছে: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অন্যান্য সাহাবাদের (رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِین) উৎসাহ দিতেন যে, তাঁরা যেনো আসহাবে সুফফাদের খাবার খাওয়ায় এবং তাঁদের জন্য খরচ করে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের খরচের দায়িত্ব স্বয়ং **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপরই ছিলো।

(মিরাতুল মানাজিহ, ৭/৩৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন! আসহাবে সুফফাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিশেষ নৈকট্য অর্জিত ছিলো رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِین

এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁদের উপর মমতার ছায়া প্রদান করতেন, অনুরূপভাবে প্রিয় সাহাবায়ে কিরামরাও عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আসহাবে সুফফাদের বিশেষ খেয়াল রাখতেন এবং তাঁদের চাহিদা পূরণ করতেন, আসুন! এর একটি ঝলক পর্যবেক্ষণ করুন।

সেই ৭০জন সাহাবায়ে কিরাম (عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان) যাঁরা খুবই উত্তম ক্বারীও ছিলেন, তাঁদের ব্যাপারে এসেছে: সেই মনিষীরা দিনের বেলায় কাঠ জোগাড় করে বিক্রি করতেন আর তা থেকে অর্জিত আয় থেকে কল্যাণ কামনার প্রেরণায় এবং ভ্রাতৃত্ববোধের অধিনে আসহাবে সুফফার (ইলমে দ্বীন অর্জনকারী শিক্ষার্থী) জন্য খাবার প্রস্তুত করতেন এবং তাঁদেরকে খাওয়াতেন আর রাতে ইবাদত করতেন। (মিরাতুল মানাজিহ, ২/২৮৪)

প্রিয় নবী ﷺ এর দ্বীনি শিক্ষার্থীদের জন্য খরচ করা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসহাবে সুফফারা ইলমে দ্বীন শিখতো, এই কারণে **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজেও তাঁদের জন্য খরচ করতেন এবং অপরকে উৎসাহ দিতেন আর এমন নয় যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শুধু আসহাবে সুফফার জন্যই খরচ করতেন বরং **তাঁর** সম্পদ তো দ্বীনের জন্য ওয়াকফ ছিলো, অতএব যত সম্পদই **তাঁর** নিকট আসতো, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তা **আল্লাহ**র পথে খরচ করে দিতেন।

হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: একদিন আমি **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে ছিলাম, যখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উহুদ পাহাড়কে দেখলেন তখন ইরশাদ করলেন: যদি এই পাহাড় আমার জন্য স্বর্ণ হয়ে যায় তবে আমি পছন্দ করবো না যে, এর থেকে এক দীনারও

আমার নিকট তিনদিনের বেশি রয়ে যাবে, শুধুমাত্র ঐ দীনার ব্যতীত, যা আমি ঋণ আদায়ের জন্য রেখেছি। (বুখারী, ২/১০৫, হাদীস ২৩৮৮)

আল্লাহ পাক কোরআনে পাকে ইরশাদ করেন:

وَاَمَّا السَّآىِٕلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿۱۰﴾

(পারা ৩০, সূরা আদ দোহা, আয়াত ১০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর ভিক্ষুককে ধমকাবে না।

অর্থাৎ **হে হাবীব!** যখন আপনার দরবারে কোন ভিক্ষুক এসে কিছু প্রার্থনা করে তবে তাকে কোন অবস্থাতেই ধমকাবেন না বরং তাকে কিছু না কিছু দিন বা সদাচরণ এবং নম্রতা সহকারে তাকে দিতে না পারার কারণ জানিয়ে দিন। (খাযিন, আদ দোহা, ১০ নং আয়াতের পাদটিকা, ৪/৩৮৮। মাদারিক, আদ দোহা, ১০ নং আয়াতের পাদটিকা, ১৬৫৭ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভাবুন তো! আমাদের **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হলেন **সায়্যিদুল আম্বিয়া, নবীদের সর্দার, জগতের মালিক ও বিশ্বজগতের সৃষ্টির উপলক্ষ্য**, কিন্তু এরপরও স্বয়ং **তাঁর** মুবারক পদ্ধতি এমন ছিলো যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের নিকট দুনিয়াবী সম্পদ রাখতেন না, স্বয়ং ক্ষুধার্ত থেকে অন্যদের খাওয়ানো **তাঁর** পদ্ধতি ছিলো, নিজের সম্পদ হোক বা **তাঁকে** উপহার হিসেবে দেয়া সম্পদ বরং যদি এভাবে বলা হয় যে, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সমস্ত সম্পদ দ্বীনের জন্য ওয়াফক করা ছিলো, তবে তা ভূল হবে না, কেননা আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام কাউকে দীনার ও দিরহামের ওয়ারিশ বানাননি। যেমনটি,

কোরআনের মুফাসসীর হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه একটি হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেন: কিছু কিছু আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام দুনিয়াবিমুখ ছিলেন, যাঁরা কিছুই জমা করেননি, যেমন; হযরত ইয়াহইয়া ও ঈসা عَلَيْهِمَا السَّلَام এবং কেউ কেউ অসংখ্য সম্পদ রেখে গেছেন

যেমন; হযরত সুলাইমান ও দাউদ عَلَيۡهِمَا السَّلَام কিন্তু কোন নবীর রেখে যাওয়া সম্পদ বন্টন হয়নি, তাঁদের রেখে যাওয়া সম্পদ দ্বীনের জন্য ওয়াকফ হতো। (মিরাতুল মানাজিহ, ১/১৯৯)

سُبۡحٰنَ اللہ! **হে আশিকানে রাসূল!** আপনারা শুনলেন তো! **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর **সম্পদ দ্বীনের জন্য ওয়াকফ** ছিলো, বিশেষকরে দ্বীনি শিক্ষার্থীদের জন্য খরচ করা তো **তাঁর** মুবারক অভ্যাস ছিলো এবং নিজের কন্যা সৈয়্যদা ফাতেমা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا এর জন্য এটাই পছন্দ করতেন যে, তিনিও যেনো নিজের সম্পদ দ্বীনের পথে খরচ করেন।

১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি হলো "ইনফিরাদী কৌশিশ"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চরিত্রের উপর আমল করে আমাদেরও আমাদের সম্পদ দ্বীনি শিক্ষার্থীদের জন্য খরচ করা উচিৎ এবং সম্পদের পাশাপাশি নিজের সময়ও দ্বীনের কাজে ব্যয় করা উচিৎ, এর একটি উপায় হলো, যেলী হালকার **১২টি দ্বীনি কাজে** অংশগ্রহণ করা। এই কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ হলো **"ইনফিরাদী কৌশিশ"**। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ ইনফিরাদী কৌশিশ এর উৎসাহ **"৭২টি নেক আমল"** পুস্তিকায়ও রয়েছে। যেমনটি নেক আমল নম্বর ৩৬ হলো: **আপনি কি আজ ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে দা'ওয়াতে ইসলামীর ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কমপক্ষে একটি দ্বীনি কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন?**

মনে রাখবেন! ✯ ইনফিরাদী কৌশিশের বরকতে জামাআত সহকারে নামায আদায়কারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ✯ মসজিদ পূর্ণ রাখতে সহায়তা অর্জিত হয়। ✯ মাদানী দরস এবং তাফসীর শুনা ও শুনানোর হালকায় অংশগ্রহণ কারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ✯ সুন্নাতের প্রশিক্ষণের

কাফেলায় সফরের জন্য ইসলামী ভাইদের প্রস্তুত করা যায়। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে ইনফিরাদী কৌশিশের একটি ঘটনা শুনি।

ডাকাত তাওবা করে নিলো

মুর্শিদের দেশের জেলখানার একজন সাজাপ্রাপ্ত কয়েদী একজন জগন্য ডাকাত ছিলো। মানুষের মাঝে তার ভয় কাজ করতো। ভালো ফাইটার ছিলো এবং কয়েকজন পুলিশের প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করেছিলো। অবশেষে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করলো, তার সৌভাগ্য যে, জেলখানায় তার আশিকানের রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ফয়যানে কোরআন বিভাগের ইসলামী ভাইদের সহচর্য নসীব হয়ে গেলো। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগের **ইনফিরাদী কৌশিশে**র বরকতে জেলখানাতেই সে মাদরাসায়ে ফয়যানে কোরআনে সম্পূর্ণ কোরআন শিখার সুযোগ পেয়ে গেলো। সে "নামায" পড়তে শিখে গেলো, এর পাশাপাশি ৬টি কলেমা, ঈমানে মুফাসসাল, ঈমানে মুজমাল এবং শেষ দশটি সূরাও মুখস্ত করে নিলো। এরপর সে একটি নতুন জীবন শুরু করলো, যাতে অপরাধের কোন স্থান ছিলো না। তারই বর্ণনা হলো: **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশ এবং ইসলামী ভাইদের মমতাই তার ঘুমন্ত সত্তাকে জাগিয়ে দিয়েছিলো এবং তার সংশোধনের মাধ্যম হয়েছিলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরা বুযুর্গ দের ঘটনাবলী দেখি তবে আমরা জানতে পারবো, তাঁদের প্রচেষ্টা থাকতো যে, দ্বীনের জন্য এমন স্থানে খরচ করা যাতে উপকার যেনো সাময়িক না হয় বরং আগামি প্রজন্মরাও যেনো এর উপকারীতা অর্জন করে। এই কারণে কোটি কোটি

হানাফীদের ইমাম, হযরত ইমামে আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর শাগরেদ হযরত ইমাম আবু ইউসুফ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দায়িত্বভার গ্রহনের ঘটনা আমাদের জন্য উজ্জল দৃষ্টান্ত।

আসুন! এব্যাপারে শুনি।

ইমামে আযম জ্ঞানও দান করলেন ও সম্পদও!

হযরত ইমাম আবু ইউসুফ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজেই বলতেন: আমি হাদীস ও ফিকাহের শিক্ষার্থী হিসেবে কুফায় সময় অতিবাহিত করেছি। শুরুর দিকে খুবই অভাবী ও গরীব পরিবারের সন্তান ছিলাম, আমার আম্মাজান আমাকে একদিন হযরত ইমাম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে নিয়ে গেলেন, আমি সেখানে পড়তে লাগলাম, আমার আম্মাজান ঘরের এসে আমাকে বললেন: "বৎস! হযরত ইমাম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দিকে পা প্রসারিত করে বসোনা, এটি হলো বেয়াদবী। অতঃপর আমার আম্মাজান আমাকে বলতে লাগলেন: হে আমার বৎস! আমরা হলাম গরীব লোক, আর ধনীদের খাবার হলো মুরগী, আমরা শুকনো রুটি খেয়ে জীবন অতিবাহিত করি, আমরা খুবই নিঃস্ব, এই কথাগুলো বলে আমার সম্মানিতা আম্মাজান আমাকে ইমামে আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মাহফিলে যেতে বাঁধা দিলেন, এদিকে ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমাকে অনুপস্থিত দেখে আমার পরিচিতদের জিজ্ঞাসা করলেন: ইয়াকুব কেন আসছে না? তারা বললো: তাকে তার আম্মাজান বারণ করেছে। ইমাম আবু ইউসুফ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এদিকে আমার অবস্থা হলো যে, আমি হযরত ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মাহফিলে উপস্থিত হওয়ার জন্য ব্যাকুল থাকতাম।

অবশেষে একদিন তাঁর মাহফিলে পৌঁছে গেলাম, তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ খুবই মমতায় অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করলেন, তখন আমি আমার দারিদ্রতা ও আম্মাজানের আদেশে না আসার কথা জানালাম, সেইদিন তো আমি তাঁর মাহফিলে হাদীস শুনছিলাম কিন্তু যখন ঘরে যেতে লাগলাম তখন হযরত ইমামে আযম আবু হানিফা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আমাকে বসার জন্য ইশারা করলেন, যখন সবাই চলে গেলো তখন তিনি আমাকে একটি থলে দিলেন, যা দিরহাম পূর্ণ ছিলো, বললেন: এটি দ্বারা জীবন ধারন করো, অতঃপর **আল্লাহ** মালিক, আমি তা খুলে একশত দিরহাম পেলাম। তিনি যাওয়ার সময় আদেশ করলেন, আমার দরসের হালকায় আসতে থাকবে, এই দিরহাম শেষ হয়ে গেলে তখন ব্যবস্থা করো, অতএব সেইদিনের পর আমি নিয়মিত দরসের হালকায় আসতে লাগলাম।

কিছুদিন পর তিনি আমাকে আরো একটি থলে দিলেন, এভাবে তিনি মাঝে মাঝে আমাকে সাহায্য করতেন এবং কেউ জানতেও পারতো না, একটি বিশেষ বিষয় হলো যে, হযরত ইমামে আযম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ টাকা তো দিতে থাকেন কিন্তু কখনোই আমাকে এটা জিজ্ঞাসা করেননি যে, কিভাবে ও কোথায় খরচ করছি? অতঃপর তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ নিজেই অনুভব করে নিতেন যে, টাকা শেষ হয়ে এসেছে এবং আমাকে আরো টাকা দিতেন। আমি পড়াও অব্যাহত রাখলাম আর আমার ঘরও চলতে থাকলো। অতঃপর একটি সময় আসলো আমি আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ হয়ে গেলাম।

আমি নিয়মিত হযরত ইমামে আযম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর দরসে আসতে লাগলাম, জ্ঞান লাভ করতে রইলাম আর একটি সময় আসলো যে, হযরত ইমামে আযম আবু হানিফা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আমাকে এক দিকে দুনিয়াবী সম্পদ

দ্বারা সমৃদ্ধ করে দিলেন, অপরদিকে ইলম ও ফযল দ্বারাও উত্তম বানিয়ে দিলেন আর আমার প্রতি ইলমের দরজা খুলে গেলো।

(মানাকিবে ইমামে আযম, ২য় অংশ, ২১১ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা হয়তো মনে করছেন যে, সম্ভব দুই চার মাস পর্যন্ত হযরত ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কাযী ইমাম আবু ইউসুফ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ভরন পোষণের দায়িত্ব বহন করেছেন, এমনটি নয়, দুই তিন বছরও নয় বরং ইমাম আবু ইউসুফ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দশ বছর পর্যন্ত আমার ও আমার পরিবারের ব্যয় বহন করেছেন। (মানাকিবে ইমামে আযম, ১ম অংশ, ২৫৯ পৃষ্ঠা)

ইমামে আযমের অর্জিত বরকত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এই ঘটনায় আমাদের জন্য অসংখ্য শিক্ষা রয়েছে। হযরত ইমাম কাযী আবু ইউসুফ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ পরবর্তিতে অনেক বড় আলিম, মুজতাহিদ, মুফতী ও কাযীয়ে ইসলাম হয়েছিলেন বরং তাঁর ফয়েযের দৃষ্টি এবং প্রভাবময় শিক্ষায় অনেকে বড় বড় ওলামা ও মুফতী ও মুজতাহিদ হয়েছিলেন। চিন্তার বিষয় হলো যে, হযরত ইমাম আবু ইউসুফ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এই মর্যাদা এই কারণেই অর্জিত হয়েছে যে, হযরত ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর ভরন পোষণের দায়িত্বও পালন করেছেন এবং তাঁকে পড়িয়েছেনও, অতঃপর হযরত ইমাম আবু ইউসুফ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ পরবর্তিতে হযরত ইমাম মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে পড়িয়েছেন। হযরত ইমাম মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওস্তাদ ছিলেন। হযরত ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে পড়িয়েছেন। হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে শিক্ষা দিয়েছেন। হযরত

ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ পরবর্তিতে অনেক শাগরেদ বানিয়েছিলেন এবং এভাবেই পরবর্তিতে এরই ধারাবাহিকতা অব্যাহত ছিলো এবং আজও অব্যাহত আছে আর اِنْ شَآءَ الله কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। ভাবুন তো! এই পুরো ফয়েয হযরত ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এরই এবং এই পুরো সাওয়াবের হকদার তিনিও, এই কারণেই যে, তিনি হযরত ইমাম আবু ইউসুফ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে ইলমে দ্বীনের আলোয় আলোকিতও করেছিলেন এবং তাঁর জন্য নিজের সম্পদও খরচ করেছিলেন।

আলা হযরত رحمۃ اللہ علیہ এর দ্বীনি শিক্ষার্থীদের জন্য খরচ করার পদ্ধতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুবারক অভ্যাস ছিলো, তিনি ইলমে দ্বীন অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের জন্য খরচ করে খুশি হতেন এবং তাদের প্রতি খুবই দয়ালূ ও স্নেহশীল ছিলেন, খুশির সময়, ঈদের দিনে তাদের জন্য নতুন নতুন পোষাক বানাতেন এবং বিভিন্ন ধরনের খাবার প্রস্তুত করে খাওয়াতেন, আরবের শিক্ষার্থীদের আরবী খাবার, রাশিয়ার শিক্ষার্থীদের জন্য রাশিয়ান খাবার, বাঙ্গালী শিক্ষার্থীদের জন্য বাঙ্গালী খাবার মোটকথা যেই শিক্ষার্থীর যেই খাবার পছন্দ হতো, তা রান্না করিয়ে তাদেরকে খাওয়াতেন এবং খুশি হতেন।

(সাওয়ানেহে আলা হযরত, ১৪৬ পৃষ্ঠা)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী**ও জামেয়াতুল মদীনার শিক্ষার্থীদের জন্য খাবারের উন্নত ব্যবস্থা করে থাকে বরং শিক্ষার্থীদের সব ধরনের সুযোগ সুবিধার প্রতি খেয়াল রাখা হয়, অতএব এই নেক কাজেও **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে ভরপুর সহযোগিতা করুন।

আমাদের কোথায় খরচ করা উচিৎ?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনাটি সুন্দরভাবে আমাদেরকে পথনির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছে যে, আমরা আমাদের সম্পদ **আল্লাহ পাকে**র পথে কিভাবে খরচ করবে, যাতে সাওয়াবও অর্জিত হয় এবং উম্মতে মুসলিমারও মঙ্গল হয়।

কারো আলিমে দ্বীন হতে যদি আমাদের আর্থিক অংশও অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়, তবে এর অসংখ্য উপকারীতাও রয়েছে এবং তা দীর্ঘদিন পর্যন্ত স্থায়ীও বরং যদি একে **সাওয়াবে জারিয়া** বলা হয় তবুও তা সঠিক। ভাবুন তো! ধরুন আমাদের প্রদত্ত সম্পদ দ্বারা একজন আলিমে দ্বীন হয়ে গেলো, তবে তার আলিম হওয়ার সাওয়াব আমরা পাবো, সেই আলিম যাকে যাকে ইলমে দ্বীন শিখাবে, পড়াবে, এর সাওয়াবও আমরা পাবো, যারা তার থেকে শুনে আমল করবে, এর সাওয়াবও আমরা পাবো, সে পরবর্তিতে যাকে যাকে জানাবে তার সাওয়াবও আমরা পাবো, মোটকথা! **আল্লাহ পাক** চাইলে তবে আমাদের জন্য সাওয়াবের অব্যাহত ধারাবাহিকতাও শুরু হয়ে যাবে। যেহেতু দ্বীনের জন্য ওলামাদের উপর খরচ করার সাওয়াবও অনেক বেশি এবং এর উপকারীতাও বেশি, এই উপকারীতার প্রতি দৃষ্টি রেখে অনেক বুযুর্গের ব্যাপারে এসেছে যে, তাঁরা ব্যবসা করতো এবং অর্জিত লভ্যাংশ থেকে কিছু টাকা শুধুমাত্র ওলামাদের জন্য খরচ করতেন, কেননা এর উপকারীতা ও প্রতিদান সাধারন লোকের উপর খরচ করার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি।

ইমামে আযমের দ্বীনের জন্য খরচ করা

স্বয়ং হযরত ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এরূপ অভ্যাস ছিলো যে, নিজের সম্পদ থেকে অধিকাংশ অংশ ওলামায়ে কিরামের খেদমতে উপস্থাপন করতেন।

কায়েস বিন রবিই বর্ণনা করেন: ইমামে আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বাগদাদ থেকে অনেক মালামাল কিনে কুফায় নিয়ে আসতেন আর তা মার্কেটে বিক্রি করতেন, এতে যা লাভ হতো, তা তিনি তাঁর মাশায়িখের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনে তাঁদের নিকট পাঠিয়ে দিতেন, অতঃপর মুহাদ্দীসদের জন্য তাঁদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনে, তাঁদের ঘরে পাঠিয়ে দিতেন, তাঁদের জন্য খাবারের দ্রব্যাদি, পোষাক সেলাই করিয়ে পাঠাতেন এবং যে টাকা অবশিষ্ট থাকতো, তা তিনি ওলামায়ে কিরামকে নগদ দিয়ে দিতেন, যাতে তাঁরা তাদের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে পারে, পাশাপাশি এই বার্তাও পাঠাতেন যে, আমি আমার পক্ষ থেকে কিছুই পাঠাইনি, এগুলো সবই **আল্লাহ পাক** আপনাদের জন্য লভ্যাংশ দান করেছেন, অতএব এই নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করুন, আমার ব্যবসায় যেরূপ লাভ হয়েছে, তার মধ্য থেকে এগুলো আপনাদেরই অংশ, আমাকে তো শুধু **আল্লাহ পাক** আপনাদেরই খেদমত করার মাধ্যম বানিয়েছেন, **তাঁর** রিযিক আমার হাতে আপনাদের নিকট পৌছাচ্ছেন।

(মানাকিবে ইমামে আযম, ১ম অংশ, ২৬২ পৃষ্ঠা)

অপর এক বর্ণনায় এসেছে: হযরত ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখনই নিজের জন্য বা নিজের পরিবারের জন্য কাপড় বা কোন খাবারের দ্রব্য কিনতেন তখন তত পরিমাণ সেই জিনিস ওলামা ও মাশায়িখের জন্যও কিনতেন। **(মানাকিবে ইমামে আযম, ১ম অংশ, ২৬১ পৃষ্ঠা)**

দা'ওয়াতে ইসলামীর জামেয়াতুল মদীনা ও মাদরাসাতুল মদীনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধিনে দেশ ও বিদেশে ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোনদের অসংখ্য **জামেয়াতুল মদীনা এবং মাদরাসাতুল মদীনা** হাজারো ইলমে দ্বীনের পিপাসুদের পিপাসা নিবারন করছে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র এই গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের **বাৎসরিক খরচ শত কোটি টাকার** উপর, যা পূরণ করতে আশিকানে রাসূল তাদের অংশ মিলিয়ে থাকে, **আল্লাহ পাক**! আমাদেরকেও এই তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হওয়ার তৌফিক দান করো, প্রত্যেকেই নিজ নিজ আর্থিক স্বচ্চলতা অনুযায়ী ভেবে নিন যে, নিজের পক্ষ থেকে কতটুকু মিলাতে পারবেন।

জামেয়াতুল মদীনা ও মাদরাসাতুল মদীনাকে সহায়তা করার গুরুত্ব

এখনই আমরা শুনলাম যে, আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن ওলামাদের জন্য খরচ করার কিরুপ চেষ্টা করতেন এবং বিশেষ করে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র জামেয়াতুল মদীনা অর্থাৎ এমন প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করা, যেখানে উম্মতের পথনির্দেশক অর্থাৎ ওলামা প্রস্তুত হয়ে থাকে, এটি যেনো এমনই, যেমন দ্বীনকে শক্তিশালী করা।

দা'ওয়াতে ইসলামীর জামেয়াতুল মদীনায় যেমনিভাবে ফয়যানে ইলমে দ্বীন প্রসার হচ্ছে, তেমনিভাবে اَلْحَمْدُ لِلّٰه শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে বেনামাযীদের নিকট নামাযের দাওয়াত পৌঁছানো হচ্ছে, কোরআনে পাকের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত লোকদের নিকট কোরআনে ভালবাসা প্রচার করা হচ্ছে, কোরআনে পাক শিখা ও শিখানোর প্রেরণা দেয়া হচ্ছে। এই উম্মতের পথপ্রদর্শকরা কখনো ইমামের মসল্লার মাধ্যমে তো কখনো মিম্বরের মাধ্যমে, কখনো পাঠদানের মহান পদে অধিষ্ঠিত হয়ে, তো

কখনো লেখনির ময়দানে নিজের কলমের মাধ্যমে নেকীর দা'ওয়াতকে প্রসার করাতে ব্যস্ত থাকেন, এরূপ প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করা যেনো নিজের সমাজে দ্বীনি ব্যবস্থাপনার উন্নতি এবং দৃঢ়তার জামানত স্বরূপ। নিজের **সদকা, খয়রাত, যাকাত এবং উশর** ইত্যাদির মাধ্যমে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **জামেয়াতুল মদীনা**কে ভরপুর সহায়তা করুন।

হে আশিকানে রাসূল! মনে রাখবেন! যেমনিভাবে উশর অর্থাৎ (ফসল ও ফল ইত্যাদির যাকাত) দেয়া হয়, তেমনিভাবে **গৃহপালিত পশুদেরও যাকাত** দিতে হয়। কত প্রকারের পশুর উপর **যাকাত ওয়াজিব?** এবং কত প্রকারের পশুর উপর যাকাত ওয়াজিব নয়? পশুর **যাকাতের নিসাব** কি? পশুর যাকাতের **বিধানের** সারমর্ম, **পশুর যাকাত** কিভাবে আদায় কর াহবে? এই সব কিছুই জানার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র যিম্মাদারদের সাথে যোগাযোগ করে **"পশুদের যাকাত"** লিফলেট সংগ্রহ করুন এবং তা আশিকানে রাসূলের নিকট পাঠান, যার নিকট যতগুলো পশু রয়েছে যে, যার উপর যাকাত ওয়াজিব হয়েছে, এতে পৌঁছানো ব্যক্তির জন্য **নেকী অর্জনের মহান সুযোগ** রয়েছে, **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে দ্বীন ইসলামের উন্নতির জন্য নিজের সম্পদ তাঁর পথে খরচ করার তৌফিক নসীব করো।

দ্বীনি ও চারিত্রেক প্রশিক্ষণ

اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী**র জামেয়াতুল মদীনার শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থীনিদের দ্বীনি ও চারিত্রিক প্রশিক্ষণের প্রতি পুরোপুরি মনোযোগ দেয়া হয়। তাদেরকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ছাড়াও অন্যান্য নফল নামায যেমন; সালাতুত তাওবা, তাহাজ্জুদ, ইশরাক ও চাশতের নামায আদায় করার উৎসাহ দেয়া হয়, বিভিন্ন সময়ে বয়ান করানো হয়, যাতে কখনো

পিতামাতার আদব ও সম্মান করা এবং সদাচরণ করার উৎসাহ দেয়া হয়, কখনো মিথ্যা, গীবত, চোগলখুরী, হিংসা, অহঙ্কার ইত্যাদির ন্যায় বাতেনী রোগের প্রতি ঘৃণা প্রদান করা হয়। অনুরূপভাবে এই শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থীনিদের সাংগঠনিক প্রশিক্ষনের প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয়, যাতে শিক্ষাকালিন সময়ে এবং দরসে নিজামী শেষ করার পর শিক্ষার্থী ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনদের মাঝে এবং তাদের পরিবারের মাঝে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র কর্মপদ্ধতির অনুযায়ী নেকীর দাওয়াত সারা জাগানোতে সফল হয়ে যায়, তাছাড়া শিক্ষার্থীনিরা অন্যান্য ইসলামী বোন এবং নিজের মুহরিম আত্মীয়দের মাঝে নেকীর দাওয়াত প্রসার করতে থাকে।

সাংগঠনিক ও চারিত্রিক প্রশিক্ষণের ফল হলো, জামেয়াতুল মদীনার ইসলামী ভাই প্রতি মাসে শিডিউল অনুযায়ী মাদানী কাফেলায় সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করে থাকে, জামেয়াতুল মদীনার আশেপাশে **১২টি দ্বীনি কাজ**কে প্রসার করার যিম্মাদারী পালন করে এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰه জামেয়াতুল মদীনার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা ইমামত ও খেতাবতের দায়িত্বও পালন করে থাকে, যার ফলে অসংখ্য মসজিদ আবাদ রয়েছে। অনেক শিক্ষক ও শিক্ষার্থী **"জামেয়াতুল মদীনা ও ফয়যানে অনলাইন একাডেমী"**র মাধ্যমে সারা দুনিয়ার আশিকানে রাসূলকে কোরআন শিক্ষা ও ইলমে দ্বীনের আলোয় আলোকিত করার চেষ্টায় লেগে যায়, অনেক শিক্ষক ও শিক্ষার্থী **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **বিভিন্ন বিভাগে** নিজের দ্বীনি খেমদত দিয়ে যাচ্ছে।

অনুরূপভাবে **জামেয়াতুল মদীনা** (বালিকা) এর **মুদাররীসা ও শিক্ষার্থীনি**রাও (অর্থাৎ শিক্ষিকা ও ছাত্রী) **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **বিভিন্ন বিভাগে** হওয়া দ্বীনি কাজে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করে থাকে। ইসলামী বোনদের আন্তর্জাতিক মজলিশে মুশাওয়াতের অধিনে ইসলামী

বোনদের **৮টি দ্বীনি কাজে** আমলীভাবে অংশগ্রহণ করে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানোর চেষ্টা করে থাকে। اَللّٰهُمَّ زِدْ فَزِدْ ثُمَّ زِد অর্থাৎ হে **আল্লাহ পাক**! বৃদ্ধি করো, আরো বৃদ্ধি করো, অতঃপর বৃদ্ধি করো।

(ফয়যানে সুন্নাত, ১ম খন্ড, ৪৩৩ পৃষ্ঠা)

অপরকে আলিমে দ্বীন বানান

মনে রাখবেন! এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আলিম হওয়ার অনেক ফযিলত রয়েছে, এতেও কোন সন্দেহ নেই যে, হাফিয হওয়ার অনেক ফযিলত, নিশ্চয় এখানে অনেকেই এমনও রয়েছে যাদের অন্তরে এই আশা আছে যে, আমি যদি আলিম হতাম, অনেকে এমনও রয়েছে, যারা হাফিয হতে চায়। আমরা যদি আলিম নাও হতে পারি তবে এখন তো এই সৌভাগ্য অর্জন করা যায় যে, আমরা আমাদের সম্পদ দ্বারা সাহায্য করে কাউকে আলিম বানিয়ে দেয়ার। হিম্মত করুন এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র জামেয়াতুল মদীনা ও মাদরাসাতুল মদীনার খরচের জন্য ভরপুর সহায়তা করুন।

স্বনির্ভরতা

আল্লাহ পাক সামর্থ্য দিলে তবে মসজিদ বানিয়ে দিন, জামেয়াতুল মদীনা বা মাদরাসাতুল মদীনা বানিয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে দিয়ে দিন। যদি তা সম্ভব না হয় তবে কোন জামেয়া বা মাদরাসার মাসিক খরচ নিজের উপর দায়িত্বে নিয়ে নিন। কোন জামেয়াতুল মদীনা বা মাদরাসাতুল মদীনার ইউটিলিটি বিল (যেমন; বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ইত্যাদি) নিজের দায়িত্বে নিয়ে নিন, যদি আপনি সবজি ব্যবসায়ী হন তবে আপনার নিকটস্ত কোন জামেয়াতুল মদীনা বা আবাসিক মাদরাসাতুল মদীনার সবজি ইত্যাদি নিজের দায়িত্বে নিয়ে নিন। চালের বস্তার পাঠিয়ে দিন। নিজের

ক্ষেতের ধান থেকে নির্দিষ্ট একটি অংশ **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি ও সাওয়াবের উদ্দেশ্যে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** জামেয়াতুল মদীনা বা মাদরাসাতুল মদীনার জন্য দিয়ে দিন। এটাও হতে পারে যে, কোন জামেয়াতুল মদীনা বা আবাসিক মাদরাসাতুল মদীনার খাবারের দ্রব্যাদি (যেমন, ঘি, চাল, দুধ, চাপাতা ইত্যাদি) থেকে যা কিছুর আপনার পক্ষে সম্ভব দিন বা কাউকে উৎসাহ দিয়ে ব্যবস্থা করে দিন।

পিতামাতার জন্য সদকায়ে জারিয়া

মোটকথা! যেকোন ভাবে এই নেক কাজে অবশ্যই সহায়তা করার চেষ্টা করা উচিৎ। এই খরচাদিতে নিজের মরহুম পিতামাতার ইছালে সাওয়াবের নিয়্যতও করা যেতে পারে, পিতামাতার জীবিতাবস্তায়ও নেককার সন্তান তাঁদের খেদমতের জন্য খরচ তো করেই। যদি আমরা পিতামাতার দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যাওয়ার পরও নেকীর কাজে অধিকহারে খরচ করে তাদের ইছালে সাওয়াব করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারি যে, সদকায়ে জারিয়াও হবে আর **আল্লাহ পাক** চাইলে দ্বীনের উন্নতির উপলক্ষ্যও হবে। এখানে এই বিষয়টিও মনে গেঁথে নিন যে, আমরা করি বা না করি, দ্বীনের কাজ কিয়ামত পর্যন্ত চলতেই থাকবে, এটি আমাদের জন্য সৌভাগ্যের বিষয় যে, এতে আমাদের অংশগ্রহণ কতটুকু রয়েছে বা আমরা অপরের সাথে যোগাযোগ করে নিজের আমল নামায় কতটুকু নেকী লিপিবদ্ধ করেছি। অতএব শুধু আপনি নিজের যাকাত ও ফিতরা এবং অন্যান্য চাঁদা **দা'ওয়াতে ইসলামীকে** দিবেন তা নয় বরং ইনফিরাদী কৌশিশ করে নিজের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং অন্যান্য মুসলমানের নিকট থেকে চাঁদা সংগ্রহ করে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** স্টলে জমা করিয়ে দিন।

চাঁদা সংগ্রহকারীরা মনোযোগ দিন!

যখনই চাঁদা সংগ্রহ করা হয়, তখন মূল মালিক থেকে এই বাক্য দ্বারা অনুমতি নিন: আপনি অনুমতি দিয়ে দিন যে, আপনার চাঁদা (Donation) **দা'ওয়াতে ইসলামী** যেকোন **জায়িয, দ্বীনি, সংশোধনমূলক, জনকল্যাণমুলক, আধ্যাত্মীক, কল্যাণমুলক এবং মঙ্গলের** কাজে খরচ করার।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সালাম করার সুন্নাত ও আদব

আসুন! আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পুস্তিকা **"১০১ মাদানী ফুল"** থেকে সালাম করার কিছু মাদানী ফুল শ্রবণ করি: ✲ মুসলমানের সাথে সাক্ষাতের সময় সালাম করা সুন্নাত। ✲ দিনে যতবার সাক্ষাত হয়, এক রুম থেকে অন্য রুমে বারবার আসা যাওয়াতে সেখানে উপস্থিত মুসলমানদেরকে সালাম করা সাওয়াবের কাজ। ✲ আগে সালাম করা সুন্নাত। ✲ প্রথমে সালামকারী **আল্লাহ পাকের** নিকটবর্তী।

ঘোষণা

সালাম করার অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং সেই সুন্নাত ও আদব সমূহ জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ
الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ

صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" (মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)